দিদি মুকুল গোস্বামীর স্মৃতিতে

প্রেম নৈঃসঙ্গ ছবি

যৌবনতরঙ্গ বয়

দরজার ওপারে

আনন্দিত

লেখকের গ্রন্থাবলী

কবিতা : সায়াহ্ন

ময়ূরাক্ষী

মিলিত সংসার

সমর্পিত শৈশবে

প্রবন্ধ : কবিতার ধর্ম ও বাংলা কাব্যের ঋতুবদল

সংগীতচিন্তা

কবিতার ভাবনা (যন্ত্রস্থ)

ইংরেজী : **Tagore and the Moderns**

সম্পাদনা : ভোরের নক্ষত্র (মাইকেলকে নিবেদিত কবিতা সংকলন) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সহ

সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য

সমর্পিত শৈশবে

ক. প্রেম নৈঃসঙ্গ ছবি

খ. দরজার ওপারে

গ. যৌবনতরঙ্গ বয়

ঘ. আনন্দিত

প্রেম নৈঃসঙ্গ ছবি

সমর্পিত শৈশবে

হাওয়া বইছে চতুর্দিকে। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে
বালকটি উঠতে চাচ্ছে পাহাড়-চূড়ায়।
পাহাড় নিষ্ঠুর বড়। বার বার সে নামছে উঠছে,
জংলী গাছ কাঁটালতা কতগুলো শিলাখণ্ড তাকে
হৃদয়ে টানছে। শুষ্ক টিলার ওপর
বসে পড়ে কখনো বা উদ্‌ভ্রান্তের মত
ধূমল আকাশের পানে বারেক চাইছে।

বালকটি উঠতে চাচ্ছে পাহাড়-চূড়ায়।
নিম্নে সম্প্রতি সে দেখেছে মাতাল কিছু পুরুষের দল
এ ওর মুখের পরে থুথু ফেলছে কিম্বা
নির্বিচারে গলা টিপছে।
অথচ একদিন তার ভাবনা ছিল
কি করে তিনটি হাঁস বৃত্তাকারে ঘুরতে পারে জলে
কি করে মেঘের পাড়ে বোনা হয় রুপালি আঁচল।

বালকটি উঠতে চাচ্ছে পাহাড়-চূড়ায়।
পাহাড়-চূড়ায় সব স্বপ্নগুলি অক্ষত থাকবে বলে
হয়ত পারবে সে তার শৈশবকে ধরে রাখতে দুচার সেকেণ্ড
নিম্নে এই ভয়াবহ মানুষের শব
দেখতে দেখতে দেখতে তার উজ্জ্বল শৈশবে
ফিরতে পারবে ভেবে এক অপার ইচ্ছায়
গাঢ়বর্ণ পাহাড়টাকে বারবার জড়িয়ে ধরছে।

নিন্দিত ফুল

একলা বসে ভয়ংকর ভাবছে মেয়েটি
কাউকে কিছু বলছে না, জানছে না কেউ
কেমন সে নিন্দিত ফুল। কোথায় বা তার
একান্ত গোপন দুঃখে অভিশাপ,—কাউকে বলছে না।

সারা সকাল ভয়ংকর ভাবছে মেয়েটি।
তিনবার আকাশকে দেখলো, একবার আয়নায়
নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখে সঙ্কোচে তাকালো
কোমল শরীরের প্রতি। অসহায় কোমল শরীরে

কিছু কি বর্ণিত ছিল, কিছু জীর্ণ গল্প?
নইলে রক্তিম গাল অস্ফুট বেদনায়
কাঁপবে কেন। অথবা দু'হাতে মুখ ঢেকে
মনে মনে নিরাময় প্রার্থনা জানাতে পারে কাকে?

সারা সন্ধ্যে একলা বসে ভাবছে মেয়েটি
কোথায় কি তার ক্লান্তি, কেউ জানছে না।
একটা শালিখ্ শুধু বারান্দার রেলিং-এ
ভর দিয়ে অনুভব করছে তার তীব্র গোপনতা।

পোস্টস্ক্রীপ্ট

আমাকে বারবার কেন নাম ধরে ডাকছ তোমরা সবে!
মনে করো আমাতে ও অন্য কোন স্থবির বৃদ্ধতে
কোনই পার্থক্য নেই। আমি একটা মাংসপিণ্ড. জরদগব হয়ে
আমারই জীর্ণ ঘরের সম্মুখ দাওয়াতে
বসে থাকছি সারাদিন।

প্রেম নৈঃসঙ্গ ছবি

বালক বালিকারা কেউ কেউ
অথবা উজ্জ্বল বয়েসী যুবক যুবতী
আমারই ঘরের সামনে হেঁঠে চলে যায়। আমি অস্তগত সবিতার
দিকে চেয়ে সন্ধ্যাবেলা কোন এক উৎকীর্ণ অতীতকে
ছুঁতে চেষ্টা করি মাত্র। বালক বালিকারা ভাবে
লোকটা কেন অর্থহীন অসঙ্গত দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে চারদিক।

আমাকে বারবার কেন নাম ধরে ডাকছ তোমরা সবে
আমাতে এবং সেই স্থবির বৃদ্ধতে কোনই পার্থক্য নেই আর।
সম্ভবত কোনদিন আমি এক অহংকারী যুবক ছিলাম,—
ভাবতে চেষ্টা করি মাত্র। এবং যে সুন্দরীতমার
স্মৃতিমাত্র মনে করে দীর্ঘদিন কাটিয়েছি ভ্রমে
তাকেও অভ্যাসবশে ভাবতে পারি লোলচর্ম বয়সিনী কেউ।

আমাকে নিষ্কৃতি দিতে এসো হে সবাই তোমরা
উজ্জ্বল বয়েসী যত যুবক যুবতী।

দিবাস্বপ্ন

আমি একটা মন্দিরের পাশ দিয়ে হাঁঠছিলাম
প্রকাণ্ড মন্দির দীর্ঘ দরজা নিস্তব্ধ সিঁড়ি। অন্ধকার
বহুদূর চলে গিয়েছে। কে আমাকে
ভীষণ জোরে বলল, মন্দিরে ঢোকো।
আমি ভয় পেলাম, ভীষণ ভয়।

আমি মন্দিরের দরজায় ঢুকলাম। একটা দরজার পর
আবার দরজা, আবার দরজা, আবার

তারপর অন্ধকার সিঁড়ি। উপরে উঠছি উপরে উঠছি উপরে
ভীষণ ভয় করছে হাত পা কাঁপছে গা গুলোচ্ছে ঝিমঝিম
করছে মাথাটা। আমি আর পারছিনা আর পারছিনা।

এই বার নামতে হবে। কেননা আর
সিঁড়ি নেই ওপরে ওঠবার। আবার নামছি নামছি নামছি
অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিনা কিছু, বেহুঁস মাতালের মত
টলতে টলতে নামছি হাত পা কাঁপছে,—অস্থির চেতনায়
কাল পরশু তারও পরের দিন পরের দিনের কথা সব
উলটপালট মনে আসছে। মনে হচ্ছে আমি সব
ভবিষ্যতের কথা জানি অতীতের কথা জানি আর
বর্তমানকে নিয়ে রবারের বলের মত খেলা করতে পারি।
নামছি পাতালে
এবং এই সব আবোলতাবোল মনে হচ্ছে।

কে আমাকে ভীষণ জোরে আর একবার বললো, এইবার থামো।
আমি আচমকা থামলুম ;
সামনে জলধারা বইছে বইছে বইছে।

সাম্প্রতিক

১

সম্প্রতি আমি একটা কালো ছায়া দেখে ভীষণ
বিপন্ন বোধ করছি। বিপন্ন বোধ করছি আর
চারদিকের ঘাস গাছ এমন কি উজ্জ্বল রৌদ্রকে
মনে হচ্ছে কালো কালো মুখোস-পড়া ঘোড়সওয়ার
হাওয়ায় নগ্ন চাবুক মারছে শন্ শন্।

আকাশ তুমি শান্ত হও।

বাতাস কাঁপছে শিরশির
বৃষ্টি ঝরছে অশরীরি
বড় বড় বাড়ীগুলো ধূলিসাৎ
জানালা কপাট খান্ খান্
দীঘির টলমল জল আথালিপাথালি করছে অকস্মাৎ।

আমার ভয় করছিল, ভয় করছিল আর
চমকে চমকে উঠে বারবার তাকাচ্ছি
চারদিকের মানুষজন লোকালয়কে সব
আগেকার মত হাড় মাংস মুখশ্রী মিলিয়ে
একটা সুন্দর প্রতিবিম্ব মনে হচ্ছিল না।

মনে হচ্ছিল না আমি আর বাঁচবো
বাঁচবো কোনদিন !

আকাশ তুমি শান্ত হতে জান না কি !

২

অস্পষ্ট কয়েকটা ছবি। রেখা রঙ তুলির তুধারে
দুটি স্থির অবয়ব পরস্পর নিবিষ্ট আলোকে
সুখী। তারা জীবনকে উপহাস করেছে অনেক
তুঃখ পেলে ভাবনাগুলো স্নিগ্ধতর মৌসুমী হাওয়ায়
ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু উদাসীন নিষ্ঠুর বিবেক
আমাদের দিকে চেয়ে উচ্চরোলে হাসছে ভীষণ।

হাসছে ভীষণ এবং হাসতে হাসতে ফানুসেরা
দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সব পড়ে থাকছে
এধারে ওধারে। কিন্তু দেখো চেয়ে বিভাবরী
স্নিগ্ধ এক নদীর বিস্তার প্রান্তরের নির্মল সবুজে।

স্থির অবয়ব দুটি পরস্পর নিবিষ্ট আলোকে
তথাপি হাসছে, যেন জীবনের অপরূপ সঙ

৩

আমার সামনে একটা নির্জন রাস্তা চলে গিয়েছে
তার দুধারে ভয়ংকর গভীর খাদ
আমার ভয় করছে, পা টলছে, তবু
আমাকে সেই নির্জন রাস্তায় চলতে হবে।

রাস্তা কতদূর গেছে আমি জানি না
হয়ত রাস্তার শেষে কোন অট্টালিকা আছে
হয়ত সুন্দর শীতল প্রস্রবণ
আমি জানি না।

একদিকে অন্ধকার অন্যদিকে স্বপ্নের উজ্জ্বলতা,
আমি কোনদিকে তাকাবো!
শুধুমাত্র জানি, আমাকে দু পাশের এই গভীর খাদের
ভয়াবহতা পার হয়ে
নির্জন সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে চলতে হবে
যদিও পা টলছে অন্ধকার ঝাপসা লাগছে চোখে।

ভাবতে ভয় করে

আমার ভাবতে ভয় করে
একটা অদ্ভুত ছায়া অবিরত আমাকে ঘিরছে।
দুপাশে বিস্তীর্ণ মাঠ, শূন্য আকাশের পথ, দ্যাখো

প্রেম নৈঃসঙ্গ ছবি

জনহীন চন্দ্রালোকে সুখী তীর্থযাত্রীরা এখনো
পায়ে হাঁটছে, কাঁটাপথ
এবং দীর্ঘ ছায়া আমার দক্ষিণে
সতত নীরব সাক্ষী।

ইতস্তত ঘরবাড়ী, সুখী সংসারের
ব্যস্ত মানুষেরা সব শহরের বিপন্ন আলোকে
রুদ্ধশ্বাস। অতএব আমার চিন্তার
বর্তমান উত্তরাধিকার
নিরবধি সময়কে ঘিরে এক নির্মল চেতনা।

ছায়া পড়ছে দর্পণের কাঁচে ?
ছায়া পড়ছে দীর্ঘতর অলিন্দের কোণে
আমার অস্তিত্ব আর অবিশ্বাসে যৌথ প্রহেলিকা
দীর্ঘতর ছায়া ফেলছে আমার দক্ষিণে।

আমার ভাবতে ভয় করে
একটা অদ্ভুত ছায়া অবিরত আমাকে ঘিরছে।

ভয়ংকর মুখের চিত্র

আমি ঘুমোতে পারছি না সারারাত
সারারাত আমি তোমার মুখ দেখলুম
নরম জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতায় স্থির
আমি ঘুমোতে পারিনি সারারাত।

আমি স্বপ্ন দেখতে পারছি না সারারাত
সারারাত আমি তোমার মুখ দেখলুম

কুৎসিত কালো ভয়ংকর চিহ্ন সেখানে
আমি স্বপ্ন দেখতে পারিনি সারারাত।

আমি ঘুমোতে পারিনি। যেহেতু দেখেছি
তোমার উজ্জ্বলতর মুখশ্রী। আমি স্বপ্ন দেখিনি
তবুও দেখেছি তোমার কুৎসিত ভয়ংকর মুখের চিত্র।
তুমি কাছে এসো না আর। এসো না, তাহলে
আমি নিশ্চিত এই দুরন্ত অন্ধকারে
আমাদের অহংকারের দুঃস্বপ্নে ডুবে যাবো ডুবে যাবো।

কয়েকটা পাগল মিলে

কয়েকটা পাগল মিলে হা হা করে হাসছে কেবলি।
ঈশ্বর আপনি ওদের শান্তি ক্ষমা তিতীক্ষা ইত্যাদি
ভালো ভালো হিতোপদেশের কথা শোনাতে পারেন
কেননা ওদের আজো যৌবনের ঔদ্ধত্য কমেনি।

কয়েকটা পাগল মিলে সমুদ্রকে দেখতে গিয়েছিল।
উন্মত্ত ঢেউ এর দিকে তাকিয়ে একবার তারা সব
বলেছিল, স্তব্ধ হও। অতঃপর ঢেউ এর সান্নিধ্যে
যোজন যোজন দূরে তাদেব শরীর ভেসে গিয়েছিল।

কয়েকটা পাগল মিলে ভাবছিল কবিতা লিখবে।
ভাবলেই লেখা যায় এমন ভাবনা নিয়ে তারা
গোল গোল অক্ষরে অবশেষে লোলচর্ম এক বৃদ্ধের
ছবি আঁকলে। লিখলে নীচে কবিতার চমৎকার ভাষা

শিল্পের নানাবিধ রূপ। কেউ কেউ জানতেও পারে বা
কয়েকটা পাগল মিলে সেই তত্ত্ব ধুলোয় ওড়ায়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি : চন্দ্রালোকে সুখী প্রেমিক

এসো রাত্রি নির্জন নিখিলে—
অসম্বৃত প্রেমিকের গান
ভাসাবে অকূল পারাবারে
চন্দ্রালোকে আহত পরাণ

নিরখিয়া প্রেমিক পুরুষ
বিস্মিত ব্যাকুল বেদনায়
প্রশ্ন করে মরমী সাথীরে,
কোথা যাব মাতাল হাওয়ায় ?

এসো রাত্রি প্রথম যৌবনে
আবরিব দুঃখের যন্ত্রণা,
তোমার সংকীর্ণ খেলাঘরে
আমাদের উজ্জ্বল বাসনা

জন্ম দেবে নতুন প্রেমিক
গোপনতা মৃত্যু তথা পাপ
এসো রাত্রি স্তব্ধ চন্দ্রালোকে
ফুরাবে সকলি জ্বালা, তাপ।

বন্ধুর প্রতি

কে ডাকবে বন্ধুর মতো
অন্তরালে, বিষণ্ণ মধুর
স্মৃতিতে আচ্ছন্ন থেকে
নিবারিব তদ্গত অশ্রুর

মালাখানি, সিংহাসন পরে
ব্যঙ্গ করে শোকাহত নারী
পুরুষের অমিত প্রার্থনা
শূন্য হাতে ফেরে বিভাবরী।

মগ্নতরী এখনি ভাসাবো,
দুকূল অথৈ পারাবারে
কে বাসবে বন্ধুর মত ভালো
দুঃখ দেবে অপার আঁধারে।

রবি ঠাকুরের ছবি

এক : প্যালারামের মুখ

আমরা সব কতগুলো মুখোস
স্তব্ধ নির্বিকার--
ঘুরছি ফিরছি যেন কয়েকটা
নির্মম তালগাছ
হাওয়ায় দুলছে।

আমরা পরপর এখানে ওখানে
অন্ধকারে
আশ্রয় নিয়েছি, সমুদ্র কখনো
দেখিনি স্বপ্নে।
নাগরদোলায়

সৌখিন বাবুরা যে যার ইচ্ছে
উঠছে নামছে
সকাল বিকেলের গতানুগতিক
ইচ্ছাগুলিকে
হাওয়ায় উড়িয়ে।

দুই : A Vision

একরাশ অন্ধকার আমাকে বলছে যেন
চোখে মুখে বিদ্রুপ ছড়িয়ে,
কেমন আছ হে বন্ধু নির্মম প্রহেলিকায়
দুদণ্ডের ইচ্ছার তিমিরে।
আমি বললুম তাকে, আয়নায় তোমার রেখা
অবসিত দুঃখের যামিনী
চিত্রিত মঙ্গলঘটে, ভয়ংকর পাষাণ প্রতিম
দুর্নিবার বিকল্প সমাধি।

অট্টহাসি হাসলো সে, বললো, আমার নাম
দিনরাত্রি কালের মুকুরে
উৎকীর্ণ রয়েছে। তবু এখানে আবহমান
চিত্রকল্প তিমির শিখরে

মুখ দেখি, চিনতে পারি আমার সগোত্র কান্না
প্রতিবিম্বে নিষ্করুণ ছবি
স্থানুবৎ দাঁড়িয়েছে, বন্ধু নয়, অনাত্মীয়
তারাও যে তোমার মত দেখি !

মনে হ'ল অন্ধকার, তারার শরীর নিয়ে,
লঘুপায়ে হরিণীর গতি
আমার বিবর্ণ মুখে একঝাঁক সুবর্ণ আশা
ছুঁড়ে দিয়ে পালালো তখনি ।

তারা তিনজন

তারা তিনজন মাত্র এসেছিল বন্ধুর পোষাকে ঃ
একজন রুগ্ন নারী, দ্বিতীয় উন্মাদ যুবা
তৃতীয় বালক ।

ভালোবাসলে তৃপ্ত হব, এইমত রমণীর আশা
সুখ শান্তি গৃহস্থালী নানারূপ পোষাকী ইচ্ছায়
তার মন রমণীয় স্বপ্নভারাতুর ।

বালকটি শান্ত মেষ শিশুর মতন । কোমল এবং ভীরু
অফুরন্ত বায়না তার, এ দৃশ্য সংসারে
যা দেখছে তাতেই তার বিমূঢ় বিস্ময় ।

উন্মাদ যুবকটি কিন্তু কোন কথা বলল না ।
প্রশান্তি অথবা ভয়—কোনরূপ চেতনায় তার
বিন্দুমাত্র আস্থা নেই ।

এবং নির্মল কোন বিবেকের বিরুদ্ধ চিৎকার
ঘিরে রাখছে তাকে এক তীব্রতর উন্মাদনা থেকে।

আমি কাকে বন্ধু বলবো, কাকে ডাকবো একান্ত গোপনে
কে দেবে আমাকে সাড়া ? এরা সব ভিন্ন অশরীরি।

পোস্টার

পুরোনো প্রাচীরপত্রে নানা রঙএ উজ্জ্বল নক্সায়
সাম্প্রতিক ইতিহাস রুদ্ধগতি।

দুরন্ত গরমে

কলকাতার রাস্তাঘাটে নোংরা জল, বাতাবী লেবুর
শুকনো খোসা ছিন্নপত্র রৌদ্র ঘাস ধোঁয়ায় নরকে
মিলেমিশে একাকার। কয়েকটা শূকর এককোণে
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

অর্থাৎ নিরবলম্ব দিন

স্বপ্নসৌধ ভাঙ্গাগড়া, পোষ্টারের রঙিন বিলাস
সনাতন ইতিহাসে প্রাগুক্তির সমর্থন মেলে।

মানুষের লোভ ঈর্ষা রাজনীতি দ্বন্দ্ব ও বিষাদ
অসুস্থতা পাপপুণ্য প্রাত্যহিক ঘটনাসংস্থান ;
অথচ এক টুকরো ঘরে চন্দ্রোদয়ে নির্মল যামিনী
সুখে দুঃখে সমভাবে ঐশ্বর্য বিলাবে চিরদিন।

দেওয়ালের চারপাশে কাঁটাতার রজনীগন্ধার
অপরূপ সহবাসে যৌবনের দিনগুলি যায়।

দূরান্তিক

কে ডাকে আমার নাম অস্থির প্রহরে।
এখন দুঃস্বপ্ন চারদিকে, রাত্রির জটিল
অন্ধকারে নিয়মিত রেখাচিত্রগুলি
এক একটা অব্যক্ত স্বর ; গ্রামে ও নগরে

ভালোবেসে কে ডাকবে দূরে, কাছে টানবে ফের
দুঃখ স্মৃতি সংগোপন ব্যাকুল বন্যায় ;
আমরা ঘরের যাত্রী, নির্বিকার দিন
লাঞ্ছনার চিহ্ন রাখবে অমিত বৈভবে !

আমি হে আশ্রিত জন, সুদূরের ডাকে
সাড়া দিই নি এতকাল অভ্যাসবশত
দুয়ে দুয়ে চার জেনে প্রত্যহের সুখ
দুঃখ ভয় টুকরো টুকরো মৃত্যুর পোষাকে

অনভ্যস্ত সংসারের বিরলযাত্রিক,
কে ডাকে আমার নাম অস্থির গোপনে !

কোন বন্ধুর সঙ্গে, সূর্যাস্তে

সূর্য ডুবছিল দূরে। তুমি বলবে স্থির কণ্ঠে, ছাখো
অপর্যাপ্ত অন্ধকারে কেমন যে বিরূপ আকাশ
আমাকে আচ্ছন্ন করে। ভালো লাগবে না এই ললিত
সৌন্দর্যের নকশা। তথা পল্লবিত শান্তির নমুনা।

আমার কী বলবার আছে ! মনে হলো অসুখী সংসারে
নিয়মিত দিনরাত্রি ব্যর্থতা বা সফলতা ছাড়া
আর কিছু জানা নেই ! মুখ তুলে তাকালে যখন
আমার অদৃশ্য ভাবনা একটা কিছু স্থিরচিত্র খুঁজছে ।

খুঁজছে । অথচ যদি কোন অবলম্বন না পায়
আমাকে বলতে হবে, অন্ধকারকে বড়ো ভয়, তবে
পরিবর্তে অবশ্যই অলোকসদৃশ প্রেম কিম্বা
ঘৃণা কাম্য । তা না হলে পরিশ্রমী সংসারের চোখে

বারংবার দূরে কাছে হৃদয়ের অস্থিরতা নিয়ে
আমরা সব অচিরেই ব্যর্থ যুবক বলে পরিচিত হবো ।

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে

(জীবনানন্দের নায়িকাকে মনে রেখে)

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে
অন্তত হাজার দিন । দিনরাত্রি চৈত্রের হাওয়ায়
টুপটাপ ঝরেছে আমলকী ।
ওইখানে সরোজিনী শুয়ে শুয়ে সব
দেখেছে নক্ষত্র আলো আকাশ বাঙ্ময়
সংসারের লোকজন জানালায় সমস্ত সকাল
একা একা ।

সরোজিনী আলো ছায়া ভালোবাসে বলে
সবুজ বার্ণিশে ঘর আলোকিত । ইতস্তত বই

কমলালেবুর রস, ছ্একটা বিলীতি জর্নাল
ছড়ানো রয়েছে। ঘরে আর কেউ আসবে না জেনে
আল্গা শাড়ীর প্রান্ত গা থেকে খসে গেলে পর
নির্মল শরীরটাকে চকিতে দেখেছে।
রোমাঞ্চিত স্নায়ু শিরা
কেমন অনাস্বাদিত ভয় ভয় ভয়।

টুপটাপ শিশিরের শব্দে ভোর হয়,
রাত্রি আসে, প্রবহমানতা ক্লান্তি ধুয়ে মুছে সংসারে প্রত্যহ
এইমত বাঁচা মৃত্যু ভয় লোভ লালসার শেষে
অন্ধকার দেখে যেতে হবে বলে বুঝি
সরোজিনী শুয়ে থাকে।

ওইখানে সরোজিনী শুয়ে শুয়ে শুয়ে
সকাল বিকেল সন্ধ্যে গড়াতে দেখেছে ছুই বেলা
আপন শরীরকে নিয়ে বালিকার মত
অগোচরে নিমগ্ন থেকেছে। এবং সে নিশিদিন
শুয়ে থাকে বলে এই সময়ও প্রবহমান।

জানালার অন্ধকারে সরোজিনী শুয়ে শুয়ে ভাবে ;
মনে হয় তার নগ্ন বাহু ছুটি দিয়ে
আকাশ নক্ষত্র আলো একসাথে জড়িয়ে ধরেছে।

আ মরি বাংলা ভাষা

(কাছাড়ের শহীদদের স্মরণে)

জন্মসূত্রে কি কি পাইনি আমি তা জানিনা ;
কিন্তু কি পেয়েছি জানি। অন্যতম, ভাষা।
রক্তের ভিতর অশ্রু, অশ্রুর ভিতর
সুস্থ সন্তানের মত আমাকে বাঁচায়
বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে, দৃঢ় দাবী জন্মগত,
আমি তাকে মা বলে ভাববো, জন্মদাত্রী,
গৌরবে যে মহীয়ান, মমতায় স্নিগ্ধ
অকৃপণ দানে তার আমি ধন্য যুবা।

এ জন্মের অন্যতম সর্ত, সুতরাং,
(জন্মদাত্রী বাংলা ভাষা চৈতন্যে গভীর
প্রতিদিন ব্যবহারে এবং চিন্তায়
সত্তার নদীর মত চিরপ্রবাহিত)
ভুলতে পারবো না তাকে। অন্যথা আমার
বিনাশ নিশ্চিত। সে যে দীপ্ত অন্তর্দাহ।

কান্টারবারীর পথে সরাই

(অমিয়ভূষণ মজুমদার বন্ধুবরেষু)

কে কে আজ চলে যাবে, কারা থাকবে শেষ অবধি বসে
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় স্তব্ধ, গোল হয়ে এ ওর মুখের দিকে
অনিশ্চিত, হয়ত বা নিদারুণ আশংকার ছায়া,
ভেবে নিয়ে। পলাতক রাত্রির দূরবীনে তাকে যদি

দেখা যেত সে বরং ভালো ছিল। একটি একটি তারা
আকাশে ফুটবে কি না ফুটবে তার হিসেব মিলিয়ে
যখন সে ঘরে ফিরবে, সংগোপন দিবসরজনীর
বিরুদ্ধ চিৎকার তাকে ছিঁড়ে ফেলবে নিশ্চিত প্রলাপে।

পথের সংকল্প স্থির। আর কয়েক মাইল পেরিয়ে
ভিন্ গাঁ'র চটি. দূরে গির্জার চূড়োয় বিকেলের
নির্জীব আলোর রেখা, মমতায় আবিষ্ট সংসার,
ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজবে অভ্যাসের সুরে।

চলে যাবো, ছাড়তে হবে এ গ্রাম কিম্বা ভুলবো সেই
মেয়েটিকে, বিচ্ছেদের নামে যার চোখ দুটি ভরে
রাত্রির গোপন কোন রহস্যের ছায়া নামতো ধীরে

কে কে রবে, কে থাকবে বসে এই ভাবনা কবে যে ফুরাবে!

ছিন্নপত্র

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কে

না, আমি না তুমি না কেউ না আমরা
কণামাত্র সুখের প্রত্যাশী।

ভাসবো এক খণ্ড কাঠে ভাঁটার স্রোতের মুখে অবিরল।
স্নান করবে নোংরা লোকটা,
কাশি থুথু মড়ার খুলিতে ভর্তি কারণ ইত্যাদি
এক সঙ্গে ভাসবে সব, গাঁদা ফুল, শুকনো স্মৃতি, হাওয়া।

প্রেম নৈঃসঙ্গ ছবি

না, আমি না তুমি না কেউ যাবো না ওখানে
কারা কারা তাদের অদৃশ্য হাতে
কাছে ডাকছে! সংসারের হিংসুক জনতা
তোমাকে ছিঁড়বে, মত্ত প্রেমিকের মত
ঈর্ষায় পুড়বে। তাই
ওখানে যাবো না।

দূরে দেখছি সূর্য উঠছে,
মন্দিরের স্বর্ণচূড়া
ঈষৎ উজ্জ্বল।

আমি সুখী রাজপুত্র
বিম্ববতী আমার ঘরণী।
না আমি কোথাও যাব না। তোমরা সব
চতুর্দিকে যেতে পারো, যে যেখানে খুশী।

নিয়ন্ত

আমরা দূর নদীতে পাহাড় ডিঙিয়ে
স্নানে গিয়েছিলাম। পথে শঙ্খমালা,
চড়ুই, গাঙচিলের
অবাক আনাগোনা। যেন বিশ্বের সাথে
ওদের কোথাও গাঁটছড়া বাঁধা।
তুমি আমার হাত ধরলে,
ভাবলে, দুর্বল মুহূর্তে আমি যদি দিগ্‌ভ্রান্ত হই!

পূরবেতে আঁধার ঘনালো, নীরব
ঘনানো-কান্নার স্তব্ধতায়। তুমি বললে,
চলো, ঘরে ফিরি।

বিশ্বের অন্দরমহলে সংসারের আলো
জোনাকির দীপ্তির মত
মানুষকে জাগায়। কাছে ডাকে। ঘর
নতমুখী সন্ধ্যার মত, নিমগ্ন॥

মৃত্যুকে দূর থেকে
(বাপীর জন্য)

হৃদয় জুড়ে ছিলি সারাক্ষণ
সংগোপনে, দীর্ঘ গগন তলে
এখন তুই ক্লান্ত শুয়ে, না কি
ঘুমুচ্ছিস্ অঘোর অচৈতন্যে।

পাংশু শীতল শরীরটুকু, আহা,
হিমের ঘরে নগ্ন শুয়েছিলি!
জড়িয়ে তোর ছোট্ট বুকের মাঝে
বিশাল আকাশ কথা বলছে বুঝি।

কার সঙ্গে বা বলবি কথা, তোর
বুকের মাঝে অন্ধ আর্তনাদ ;
চিতার ধারে আমরা চারজন
দেখতে পাচ্ছি, আগুন নয় রে,
ক্ষুব্ধ অভিমান।

দিদির শূন্য ঘরে ঢুকলে

বাড়ী ঢুকলে দেখতে পাব শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করছে। দূর
জানালা দিয়ে আকাশের নীরবতা হাত রাখছে কাঁচে,
সৌখীন দু একটা ছবি ইশারায় স্তব্ধ বৃক্ষসম,
বিমূঢ় কুকুরটাও স্তব্ধ বিছানার চারপাশে ঘুরছে।

একটা মূক যন্ত্রণা ছাড়া আর কোথাও কিছু শুনছিনা।
রে অদৃশ্য মায়াবিনী, স্বভাবের সংকল্প পেরিয়ে
কোথায় উধাও হলি দৃশ্যতার অন্ধকূপ ঘরে,
আমি তোকে দেখবোনা আর তাকাবোনা ও মুখের দিকে

সন্ধ্যা শান্ত মূর্তিমতী ; ছায়াঘন শীতল শরীরের
কী এক অমোঘ টান, বার বার পিছনে ফিরলেই
মনে হচ্ছে সঙ্গে আছে, আর সব অস্তিত্ব নিখিলে
মন্ত্রমুগ্ধ। ওই দেখ্, সাতটি তারা অপার তিমিরে।

আর ওই সন্ধ্যাতারা, দিদি, তোর আঁখিতারকায়
কাঁপছে যেন স্বপ্ন হয়ে ; আর কবে ফিরবি তোর ঘরে ?

দরজার ওপারে

ভয়ঙ্কর ভাবনা

এক দুই তিন চার গুণতে গুণতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম।
আরক্ত আকাশ, চোখে ক্ষমা নেই, রুদ্র ভয়ংকর
আমার সামনে সব এপাশে ওপাশে
বাড়ী ছাদ সিঁড়ি মিলে প্রচণ্ড দুলছে।

এক দুই তিন চার গুণতে গুণতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম
নামছি। নামছি যেন পাতালের কোন জাদুঘর
ডাকছে আমাকে। স্থির অপলক চোখে
রাস্তায় বা জানালার দূরে কার্ণিশের গায়ে
মনে হচ্ছে সব কিছু রহস্যের চিরন্তন ঘুড়ি।

আমি আর উঠবনা, নামবোনা কখনো আবার
যেমন আছি হে একলা স্থাণুবৎ নিশ্চিন্ত দুপুরে,
রেলিঙ এ ভর দিয়ে কাক ডাকবে সবে যখন দুপুর
শিশুপাঠ্য গল্পে যাবো আকাশ কি পাতালের ঘরে।

দরজার ওপারে

বিমল কর সারদা ভট্টাচার্য অশোক বসু-কে

আমরা চিরকাল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।
লোকজন ব্যস্ততা ভীড়। যুবকেরা সব
যে যার মতন চলে যাচ্ছে দূর দেশে।
অন্যমনস্ক গলিটির মোড়ে আমরা চারজন শুধু
দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।

যুবক নই, প্রৌঢ়ও না। এমন একটা সময়
প্রেম যখন সতর্ক প্রহরী নয়
দুঃখ আর অভিভূত করে না মনকে
যুবতীর শরীরে ফুল বা চন্দ্রের উপমা মনে পড়ে না,
তখনও আমরা অপাংক্তেয়। এ ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে।

অন্যমনস্ক গলির মোড়ে। চারটি বন্ধু চারদিকে
যাব বলে ঠায় দাঁড়িয়ে; প্রখর মধ্যাহ্ন।
হাওয়ায় আগুনের আসঙ্গ, কৃষ্ণচূড়ার বাসর।
যৌবন নয়, অন্য এক নামে, ভাবছি দরজার ওপারে যাব।
এপারে তৃষ্ণা প্রেম স্মৃতি নৈঃশব্দ।

একটি নির্বিকার মুখ মনে রেখে

একটি নির্বিকার মুখ কতবার বিমূর্ত দেখেছি;
আসতে যেতে ওদিকের ছোট ঘরটায়
একলাটি বসে থাকে। ভাবে। অন্যমনে
আমি তাকে চিনতে পারিনি আজো। স্থির।

সংগোপন দিনরাত্রি অথবা বিকল্প
সুদূর সিন্ধুর পারে নিমগ্ন সন্ধ্যায়
তাকে হয়ত আবার দেখবো। দুষ্ট হাওয়ার
ছড়টানা তীক্ষ্ণ সুর ফিরছে চারিধারে।

কে একলা বসে থাকবে শূন্য ঘরে, হাওয়া
নিরবধি বইবে ধীরে, তবুও বাস্ততা
তুমি না আমি না আর কেউ না কখনো
থাকবোনা এখানে আর উজ্জ্বল সংসারে।

একা আমার ঘরে

অরুণকুমার সরকার-কে

না, আমি কোথাও যাব না।
বর্ণহীন চৈত্রের হাওয়ায়
সকাল বিকেল একা ঘরে
বসে থাকবো আলোর সমীপে।

নিয়মের প্রাঞ্জল হিসেবে
দিনরাত্রি দ্বিধায় কাটবে
এবং অমিত প্রশ্নগুলি
চিরকাল নিরুত্তর থেকে

আমাকে শেখাবে একদিন
ভালোবাসতে মানুষের মুখ
হৃদয় এবং স্মৃতি। অন্যথায়
সবুজ রক্তাক্ত শিখাগুলি

বাসনার যন্ত্রণা কাড়বে।
তখন বা লুকাবো কোথায়,
কোন হাতে মুখ ঢাকবো বলো
এই হাত নোংরা অসহায়।

নির্বাসন

কোথাও যাবনা না না। অতর্কিত ভয়,
সম্মুখে দুর্গম পথ, নিশাবসানের
স্বপ্নগুলি ইতস্তত এখনো শরীরে
অস্থির, প্রায়শ তাই অবারিত স্মৃতি

আমাকে টানছে দূরে দূরতর দ্বীপে
নিমগ্ন এক টুকরো সুখ, উজ্জ্বল রোদ্দুরে
স্থির নারিকেলবীথি। ওপারে খাড়াই।
ভয় অতর্কিত ভয় এখনো শরীরে।

প্রার্থনা অপরিমিত ; নিন্দিত সময়
ঘুরে ফিরে কাছে টানছে স্থির অনুরাগে।
বিকল্প কয়েকটি ইচ্ছা পরাজিত হলে
অবাঞ্ছিত শূন্য ঘর, দুঃস্বপ্ন শিয়রে।

দরজা বন্ধ কতকাল ; বাইরে যাব না
কোথাও যাবনা না না, আমি নির্বাসিত।

ডায়েরী থেকে ১

আমাকে নিয়মিতই এঘর ওঘর কিম্বা বারান্দার শেডে
থাকতে হয়, কেননা এক অবাঞ্ছিত সংকীর্ণ সংশয়
সারাটা হৃদয় জুড়ে থাকে। পর্দার ওপাশে দুঃখ
সুখ গৃহস্থালী, পোষা পায়রা, নির্বিকার
সংসারকে আমি দূর থেকে দেখতে পাই, ভাবি,
এই ভালো। বরং আকাশকে কাছে পাওয়া যায়,
মাটির ভিজে গন্ধ ঘিরে উত্তরের বাতাস বইলে
আমার মশারীতে ঢোকে। উষ্ণ উত্তপ্ত নিঃশ্বাস নিয়ে
চোখ বুজি।

মাঝখানের দরজা বন্ধ সারারাত
সংকীর্ণতা, হয়ত ভয়। যৌবনের দম্ভ একতিলও
কমবে না। সূক্ষ্ম পর্দা অথবা দরজার
সামান্য অর্গল। এমন দূরত্ব কিছু নয়।
অথচ কি ভয়ংকর
শাসনের নির্দেশ সতত।

এই ভালো, সংশয়ের
বোঝা বইতে বইতে একদিন ক্লান্ত হবো,
ক্লান্ত, মশারীর ভেতরে আকাশকে হাতে ছোবো এবং ভাববো

এক দুই তিন চার অথবা তারও পরে কোন দিন
তুমি হয়ত বুঝতে পারবে প্রেম এক দুরন্ত অভ্যাস।

ডায়েরী থেকে ২

আমি ডাকলে সে সাড়া দেবেনা কখনো।

জ্যোৎস্না উঠবে ভেবে আমরা নদীতে গিয়েছি,
নৌকোর চারদিকে জল
সোনাঝুরি, দেহের বর্ণালী।
সে থাকবে অন্তঃপুরে। জানালার পর্দা সরিয়ে
গাছ লতা বাতাস বা রাত্রির ভিতরে
নিজের মুখশ্রী দেখবে। চাঁদ অথবা কোন
রূপসীর আকর্ষণ সম্প্রতি আমার কাছে
নিতান্ত অভ্যাস। বুঝবে না কখনো সে।

অর্থাৎ আমার মধ্যে সংগোপনে কাজ করছে,
বলতে পারো, কোন এক বিচিত্র অসুখ।
ভাবতে পারছি না যে,
আমার তোমার অথবা গাছ লতা নদীর শরীরে
সমস্ত বৈচিত্র্য শুধু পৌনঃপুনিকতা,
আমরা অভ্যস্ত যাতে।
আরো কয় অযুত বৎসর ধরে
মানুষের সাজে আমরা দিন রাত্রি অথবা বিকেলের
নিয়মিত দৃশ্যপটে চিহ্ন রাখছি ধরে।

সেহেতু তোমার মুখ, কিম্বা চন্দ্রালোকে
নদীর উর্মিরেখা, অথবা ধবল
জ্যোৎস্নায় কয়েকটি গাছ সমভাবে সুখী।
অন্তত একটি হৃদয় সেই কথা বলবে আজ
নিতান্তই অভ্যাসবশত।

প্রতিবিম্ব

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তোমাকে দেখলাম।
দরজা বন্ধ। বারান্দায় একলা দাঁড়িয়ে
সূর্যাস্তের অপরূপ বিষণ্ণতা ঘিরে
একটি আলোকবিন্দু বিচ্ছুরিত ভীত।

আমার প্রস্তাব ছিল ; সাধ্যমত তার
প্রত্যাখ্যান করতে পারলে আমি জানতুম
মুক্তি পাবে তুমি। তাই প্রতিবিম্বটিরে
ঈষৎ সামনে রেখে নির্ভয়ে বললুম :

'এ নারীকে ছুঁতে পারলে যৌবনের দর্প
সম্ভ্রমে সরিয়ে রাখবো।' তুমি নির্বিকার,
মেঘের বিকীর্ণ তীর তোমার হাসিতে।
দরজা বন্ধ। অন্ধকার, আমি পরাজিত।

অপার্থিব

আমাদের অন্ধকার ঘরে
অপার্থিব নির্দয় হাত
চ্যুতবৃন্ত ফুলগুলি নিয়ে
খেলা করছে। ছায়া অবিরত

ঢুলছে দেওয়ালে মেয়েটির
শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় শরীর
তপ্ত যার, অঙ্গারের মত
ধিকিধিকি জ্বলছে নিবছে ;

আঁখিতারা বিমর্ষ কঠিন
দিয়েছে দ্বিতীয় জন্ম তাকে ;
সুখ শান্তি ভালোবাসা গৃহ
কিছু সে চায়নি। তবু তার

কান্না দিয়ে ঢেকেছে শরীর,—
বারান্দায় ডুমুরের ফুল
কাছে ডাকলে, বিভ্রান্ত সমীর
পিছু পিছু ঘুরছে ফিরছে।

অসংযত ক্ষিন্ন বাহুডোরে
নিদ্রিত আকাঙ্ক্ষাগুলি তার
কুড়ে কুড়ে হৃদয়কে নিয়ে
ভালোবাসছে সান্ত্বনার স্বরে।

মেয়েটি একাকী উদাসীন
ঘুমে চোখ ক্লান্ত ছলোছলো।
এবং আকাশ কাছে ডাকলেও
ঘর ছেড়ে যাবে না কখনো।

বাড়ি

চারিদিকের গোলমাল চিৎকারে আমার
ঘুম ভাংগলো। তীব্র আলোকে
চোখ মেললাম। সব ঝাপ্‌সা লাগছে
চিনতে পারছি না কিছু। সব
অপরিচিত মানুষ কে কারা
এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে কে কার সঙ্গে
কথা বলছে। যে ভাষা বুঝতে পারছি না।

মনে হলো বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়ি ফেরা হয়নি
সারারাত। সারারাত আমার মধ্যে
অন্য কে কে যেন কথা বলেছে
সে ভাষা আমি বুঝিনি।

আমি বাড়ি ফিরব। চিনতে পারছিনা
রাস্তাঘাট। ঘর বাড়ি সব লাল নীল সবুজ
মনে হচ্ছে। নর্দমার দুপাশে
কালো রক্ত। চাপ চাপ রক্ত এপাশে ওপাশে।

আমি ঘুরছি এখনো। বাড়ির রাস্তা
সম্ভবত হারিয়ে ফেলেছি। আমার সেই
ছোট্ট নিষ্ঠুর বাড়ি।

কোনখানে মাটি নেই

আমাদের লক্ষ্মীদি-কে

বন্ধু তোমরা দূরে যাও যে যেখানে পারো।
আমি মুখ দেখাবোনা অতঃপর আর
লোকালয়ে অথবা আড্ডায়। কেননা এই
প্রচণ্ড উত্তাপে মুখে পোড়া পোড়া দাগ,
চরিত্র অন্যমনস্ক ; এবং আশ্চর্য
কচিৎ কখনো আমায় যুবক বয়সের
পাগলামি ভর করে। তাই আজকাল
একলা থাকতে চাই।

একা, ভয়ঙ্কর

একা আমরা সবে। যতই হাসছি কিম্বা
জমাট আড্ডায় গল্পের তুফান তুলি,
অথবা আসরে সামাজিক সেজে থাকি
বস্তুত আমরা সব ছিন্নমূল, একা।

কেননা কোথাও আর মাটি নেই। সমস্ত শহরে
নোংরা সুড়কি পীচ কিম্বা বাঁধানো এ্যাশফল্ট
রৌদ্রে বা পূর্ণিমার রাত্রে চিক্‌চিক্‌ করছে
অথবা হাসছে ধূর্ত হায়েনার মত তার দাঁত বার করে

বন্ধু তোমরা দূরে যাও। পা রাখবার মত
কোনখানে মাটি নেই। আমিও বরং
গোপন শৈশবে ফিরে পৃথিবীর মুখ
মনে করতে চেষ্টা করব অমল আশায়।

কথামালার কয়েকটি চরিত্র অনুসরণে

১. গর্দভ

সর্বদা সভয়ে আছে। কখন প্রভুর
রোষদীপ্ত দুনয়নে ভর্ৎসনা জাগবে।
সর্বদা করুণ চোখে তাকাচ্ছে চারদিক
কী জানি, কী ভুল বা সে করেছে হঠাৎ।

সারাদিন বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত তার
দুমরানো শরীরটাকে নিতান্ত অক্ষম
মনে হয় আজকাল। যৌবন বিগত ;
বাকীটা বার্ধক্যের ছায়া। অতএব ভয়,

এক অশুভ ভয়ের হাতছানি ডাকছে
তাকে। চিরকাল অপরের বোঝা টেনে
ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিম্বা ভালো লাগবার
সামান্য ক্ষমতাটুকু হারিয়ে এখন

সে একটা বিশেষণে রূপান্তরিত,
প্রভুতেই মোক্ষ যার। সামনে পিছনে
দেখতে পাচ্ছে না সে। আলো অন্ধকারে
পৃথিবী অসমতল মনে হচ্ছে তার।

২. সর্প

দুশ্চরিত্র নষ্ট মেয়ের চোখ দুটিতে যে
ক্রোধের অথচ এক মোহিনী ইংগিত
কুটীল গল্পকে আরো রহস্যের অন্ধকারে টানে,-
তাকে বলছি সংগোপনে,
কী আনন্দে সারাদেহে তোর
বিদ্যুৎ বইছে! কী স্বপ্নে মশ্‌গুল তুই?

না কি তুই বিষকন্যা
ধ্বংসের আনন্দে যার কুটীল গল্পকে
রহস্যের অন্তরীণ কোন এক মায়াবী জাদুতে
আচ্ছন্ন রাখবে?

তোর গা বেয়ে বেয়ে
শীতল মসৃণ এক স্পর্শময় দুরন্ত অতীত
কথা বলছে। ওরে ভীরু, বলছে হাঁক দিয়ে,

মৃত্যুকে অতই ভয় ?   কি করে পৌঁছুবি তুই
মন্দিরের শেষ ধাপে অন্ধকার নদী না পেরোলে ?

৩. শৃগাল

দ্রাক্ষাকুঞ্জে এক লোভী শৃগালের কথা
আমরা জেনেছিলাম কোন সুদূরে শৈশবে
এবং মানবকুলে অবিকল চিত্র যার
দেখতে পাচ্ছি সংসারের ত্রিকোণ রাস্তায়,
মনে হচ্ছে আজ, যেন দর্শনের সব কটি অধ্যায়ে
তার কী চতুর নিপুণতা !

মনে হচ্ছে,
যেন ধূর্ত অভিজ্ঞান নিয়ে এতকাল
চিনেছে জহুরীর মত দেশকালপাত্র ।
সুতরাং, আমরা সকলে তার কাছে
শিখতে পারি বাঁচবার অলীক কৌশল ।

কিম্বা নির্জন এক দ্রাক্ষাকুঞ্জে গিয়ে
পৃথিবীর যাবতীয় শান্তি সুষমাকে
ভর্ৎসনা করতে পারি অম্লস্বাদ জ্ঞানে ।

৪. ময়ূর

সাজালে সাজতে পারি রঙিন পোষাকে
সৌখীন বাবুর মত, বিকেলের হাওয়া
বর্ষায় বা বসন্তে, যদি দেখতে একবার
কুশলী শিল্পীর মত মুগ্ধতা কেবলি

অথবা বেলেল্লা হাসি, অফুরন্ত গানে
গংগার জেটীতে বসে মাঝি মাল্লার
চটুল ইয়ার্কি, খুশি মনের মতন,
দাউ দাউ কৃষ্ণচূড়া ওপারে ঝলকায় ঃ

ময়ূর এইসব জানে। জলের কিনারে
প্রতিবিম্ব দেখে, ঘোরে পেখমের আভা,
রক্তিম ঠোঁটের নীচে উদ্ধত যৌবন,
তীব্র সুখ অহংকার দিব্য অনুভবে।

ময়ূর এইসব জানে। আর জানে মাতাল হাওয়ায়
দিন যায় দিন যায় বিড়ম্বিত রজনী পোহালে।

৫. শূকের

খানিকটা কাদামাটি, শরীর ঘিন্‌ঘিন্‌
ওপাশে নর্দমা, দূরে ছাইভস্ম কি মাখছে গায়ে,
পচা ফুল, জলস্রোতে না তারকা না আকাশ কিছু
দেখা যাচ্ছে না। এমনি গন্ধ, নোংরা স্তূপীকৃত
একপাল বিভৎস পশু গাদাগাদি পড়ে আছে, কেউ
উঠছে নামছে, নামছে উঠছে সারাদিনমান
চক্ষু কর্ণ ওষ্ঠ সব আছে আছে আছে,
অথচ কিছুই নেই, কেবল অস্তিত্বে
একরাশ যন্ত্রণা ছাড়া—যে যন্ত্রণাও
বোঝবার ইন্দ্রিয় নেই, হায় রে ঈশ্বরের
কী ভীষণ রসিকতা, দেখো একবার !

যদি তারা নাই আসে ফিরে

শ্রীমণিলাল মল্লিকের কাছে মালকোষের একটি আস্তাই শুনে

স্বপ্ন দেখছি ফুল ফল গাছে
আলো পড়ছে ছায়া কাঁপছে, ঘরে
জানালায় নক্সা কাটে তারা,
অথচ শূন্যতা চতুর্দিকে।

আমি তবে ডাকবো বন্ধুকে
এমন কি দৃশ্যের সমীপে
যা আছে যা নেই বারে বারে
উচ্চারণ করি তাকে নিয়ে।

যদি তারা নাই আসে ফিরে
মুখ ঢাকবো অন্ধ করতলে।
খাঁচায় ঠোকরাবে টিয়া ঠোঁট
যা যা রে পতঙ্গ তুই উড়ে যা দূরে।

দৃশ্য, দৃশ্যান্তর

কাল পরশু রওনা হবে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে।
একটা অনিশ্চয়তা শুধু, পাড়াপড়শীর নিষেধ শুনবেনা,
স্ত্রী পুত্র কারু না। এই ঘর ক্ষেত খামার পুকুর চারদিকে
ভিটেমাটি গৃলস্থালী ডাকবে তাকে। আপাতত কিছু ভাবছে না।

যেতে হবে। এইমাত্র জানে সে। আর কিছুই জানেনা।
একটা লণ্ঠন, বাক্সে টুকিটাকি কিছু, গৃহস্থের

দরজার ওপারে

সামান্য সম্বল আর মশারী ও পুরাতন পাটি,
খুচরো কিছু টাকা পয়সা। সামনে অনিশ্চিয়তা।
তবু ফিরে তাকাবেনা।

শহরে কি আছে তার জানা নেই। আলো অন্ধকারে
তাকে ঘিরে রাখবে কারা, বন্ধু শত্রু অথবা সগোত্র;
ইদানীং মানুষেরা হিংসা দ্বেষ ঘৃণা ভালোবাসা
ইত্যাদির অভিনয়ে যারা সব অনবদ্য চতুর পটুয়া।

কাল পরশু রওনা হবে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে।
পিছনে প্রবীণ মাঠ, গড়ানো আকাশ চারিধারে,
যাবতীয় দৃশ্যাবলী, ফিঙে কাক শালিখ চড়ুই
ফিরে ডাকবে তাকে। তবু যাবে সে নির্বোধ প্রতিবিম্বটির কাছে

নেপথ্য নায়ক

আমরা সবাই এক পঞ্চমাঙ্ক নাটকের
নেপথ্য নায়ক। দেখে দেখে দিন কাটে,
রাত্রি আনে অশুভ গোপন। বিধাতার
সান্ত্বনা সকলি গৌন। তথাপি দুর্বল
হৃদয়ে উৎসব নিত্য, আমরা দিনমান
এহেন সংসারে হব নদী পারাপার।

দূরে কাছে ঘণ্টা বাজে; মন্দিরের সিঁড়ি
ঈষৎ অস্পষ্ট ছায়া, গবাক্ষের রং
চেতনার গাঢ়তায় প্রার্থনাপ্রতিম
মগ্নতর; অবিন্যস্ত দেওয়ালের কোণে

ঝাড়লণ্ঠনের ঝুল, ঐতিহ্য নির্মাণ
প্রবল টানের মুখে সুপ্ত বালিয়াড়ি।

আমিই সে অদৃশ্য হাত, ধূর্ত কুশীলব।
এবং সংসার জানে, বিধাতা নীরব।

সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে

সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে যাবোনা
এসো আমরা সবে মিলে যে যার মতন
গল্প করি। চা আসুক। জানালাটা খোলা
থাক্। আমার ঘর জুড়ে ভাসুক আদিম
রূপকথার রাজ্যপাট নানান্ কাহিনী।
এসো আমরা গোল হয়ে বসে থাকি সবে,
বুড়ীমা, তোমার শুনি দীর্ঘ প্রবচন।

গোল হয়ে বসে থাকি। যারা যারা দূরে
সংসারে সর্বদা ব্যস্ত, আমরা তাদের
কোন প্রশ্ন করবো না। মেঘে মেঘে তারা
সব ডুবলে যে প্রচণ্ড অন্ধকার জমবে
তাকে সাক্ষী মানবো সবে। গোল হয়ে বসে
একালের রাজ্যপাটে সংসার পাতবো
বুড়ীমা, এবার শোনো এ মিতকথন।

ঘরে ফেরার আগে, সেই যুবক কবি

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কে নিবেদিত)

ওগো তোমরা কে কোথায় আছো সব একবার বলো
দূরের সাগর আমি পাড়ি দেবো, ফিরবো না আর
ওগো তোমরা কে কোথায়, আমাকে একবার সব বলো
কবে ফের দেখবো আমি তোমাদের ঘর গৃহস্থালি ।

এপাশে তুলসীবন, ওপাশে আঁধার
রাত্রিতে চন্দ্রমা উঠলে বাঁশবনে অপর্যাপ্ত খুশি
কবে আমি দেখবো ফের, ফিরে যদি নাই আসি বাড়ী ।

জানালাটা খোলা রেখো । এপাশের সদর দরজায়
খিল এঁটে শুয়ো নাকো । বলা যায় না কখন আমার
মন যে কেমন করবে, হুট্ করে চলে আসবো ফিরে
ডিঙ্গিয়ে পাহাড় বন কত সমুদ্দুর অনায়াসে ।
ওগো তোমরা কে কোথায়, সবে মিলে হুলুধ্বনি দিও
মঙ্গল আরতি শেষে ঘরে ফিরবে ভাগ্যমন্ত ছেলে ।

যদি আর নাই ফিরি তবু জানি সকলের সাথে
একটি উজ্জ্বল তারা আমার প্রতীক্ষা করবে সারারাত ধরে

রাত্রে, চৌরঙ্গী

(হীরেন বসু-কে)

চৌরঙ্গীর রাস্তায় কয়েকটা ভালুক রাত্রে ঘোরাফেরা করছিল
ডুগডুগি বাজাচ্ছে তার প্রভুরা এবং
তালে তালে নাচতে হচ্ছে শরীর দুলিয়ে।

নিয়ন পানীয় এবং কতিপয় মেয়েছেলের ভীড়ে
উন্মত্ত কয়েকটি যুবা 'বার' এ বসে ভাবছিল,
এবার কোথায় যাওয়া যায়। মুখের অশ্লীল অশ্লীলতম
রেখাগুলো ফুলে উঠছে ফ্রেস্‌কোর কাঁচে।

নাচতে নাচতে ভালুকেরা থেমে গেল অকস্মাৎ যুবাদের দেখে
এ ওর মুখের দিকে তাকালো একবার
(লজ্জা পেল না কি সব যুবাদের দেখে !) ;
'বার' এর শো-কেসে মুখ বাড়িয়ে ভালুকটি
তারই মধ্যে দেখে নিল নিজের চেহারা।

পরক্ষণে মাথা চুলকে ভাবতে বসে গেল
সেও কি যুবাদের মত অতই কুৎসিত !

যৌবনতরঙ্গ বয়.

যৌবনতরঙ্গ বয়

আরো তীব্র করে মারো, তীব্রতর করে
শাসনে শাসনে বাঁধো শরীরের শিরা
যেখানে তরঙ্গ বয় যৌবনের শেষে
প্রেমের ঈর্ষায় কিম্বা দ্বিধাগ্রস্থতায়।

অসংযমী যুবাবৃন্দ সময়ের পারে
সূর্যাস্ত দেখছে। এবং ভাবছে সকলে
তিলে তিলে সোনা গলছে জলের লাবণ্যে—
কি জাদু ছড়ানো আছে আকাশের মুখে

কিম্বা যৌবনে। আহা তীব্রতর স্বাদে
গন্ধ বর্ণ রূপ মিলে সংসারের ক্ষমা
একটি নিভৃত স্বর্গ রচনা করলে
আমরা সকলে তার অধিবাসী হবো।

পরাজিত প্রতিবিম্বটিরে

গৃহস্থ ঘরের সামনে বৃষ্টি নামল অজস্র ধারায়
বারান্দায় সিঁড়িতে দূরে রেলিঙের কমলা শাড়ীতে
যেন সে যৌবনবতী রমণীর স্নিগ্ধ উপমায়
মিলিত প্রচ্ছন্ন ছবি।

আমি ভাবছি একা ঘরে, প্রত্যাখ্যাত নায়কের মত
সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র', মেঘদূত, ছবি
শ্রাবণের ধারাজলে ধূসরতা গাঢ় অন্ধকারে
স্তব্ধতা। বিষণ্ণ তরু

একাকী দাঁড়িয়ে আছে ছিন্নমূল সহস্র ধারায়
সংগোপনে কাকে ডাকছে। আমায় কি? আমার সত্তার
প্রচণ্ড নির্বোধ দম্ভ তিলতিল ক্ষয়ে যাচ্ছে সব
শুনতে পাচ্ছি অন্ধকারে জলধারা বৃক্ষ লতাপাতা
আমাকে নিয়ত ডাকছে।

যাবো কি? কোথায় যাবো? জানালার বাইরে তাকিয়ে
পরাজিত প্রতিবিম্বে নিরন্তর জিজ্ঞাসা করছি।

কয়েকটি যুবক ও একটি যুবতী

তাকে বলি মক্ষিরাণী। অন্য কোন নামে
ডাকলে তাকে সাড়া দেয়না। যুবকেরা সবে
যে যার মতন তাকে কাছে ডাকে, কেউ
বলে না গোপন ইচ্ছা। তাকে ঘিরে রোজ
সকলের নির্বচন স্বপ্ন স্মৃতি শোক
এবং উৎসব হয়ত। কী, আশ্চর্য তার
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই, নির্লিপ্ত সহজ।

তবু তারা বন্ধু সবে! রমেন অলক
অবিনাশ দেবী অশ্রু প্রশান্ত সুরেশ
সকলেই মগ্ন থাকে অলোকসম্ভব
ভালবাসা নিয়ে। সেথা ঈর্ষা শুধু পাপ।
মক্ষিরাণী সকলের, তবু তারা সুখী।
কেন না যৌবন জানে হৃদয়কে নিয়ে
উদ্দাম নির্লজ্জ প্রেম যৌবনেরি ভাষা।

যৌবনোত্তর কবিতা

১. তুমি আমার অর্দ্ধেক হৃদয় বাকী অর্দ্ধেক ঘৃণা
যা নিয়ে বাঁচতে পারবো সংসারের সুবর্ণ প্রাসাদে।
এবম্বিধ দৃশ্যকাব্যে নাটকের সকল সংলাপ
হাসি অশ্রু অভিমান ক্লান্তি ক্ষমা ঈর্ষার পতঙ্গে
সমন্বয় একটি গল্প। এবং প্রবহমান
যৌবনের সূতো ধরে যতটা দূরান্ত যাওয়া যায়
তার চেয়ে আমি হবো দুরাশার বিকল্প কাহিনী।

২ খানিকটা আলো কিছু অন্ধকার মিলে এই নদী
দুধারে তরঙ্গ তুলে আমলকির শিকড়ে শিকড়ে
একটি প্রস্তাব রাখলো, যার অর্থ প্রবহমানতা
যৌবন একটি নাম, চিহ্ন যার নিষ্ঠুর প্রত্যয়ে।
সঞ্চিত আবেগ তথা রৌদ্র বীর ভয়ানক রসে
এ উত্তাপ নিভবে না। অন্ধকাব কিছুটা আলোর
তরঙ্গে তরঙ্গে উঠবে অন্য এক অশুভ ইঙ্গিত।

৩. আমি তবে মধ্যবর্তী, সময়ের একমাত্র সেতু।
উত্তাপ আবেগ কিম্বা যৌবনের যাবতীয় রীতি
মত্ত মাধুকরী যার স্বধর্ম চিনেছে অবশেষে
দুরন্ত অথবা মুগ্ধ বিকেলের অজস্র বর্ণালী
অনুরূপ স্পর্শময় ;—শোন্ তবে চতুর যুবারা,
আমি থাকবো একলা ঘরে, ভালবাসা অথবা ঘৃণার
সূত্রগুলি একসাথে জড়ো করে সমাধি বানাবো।

অপ্রাকৃত ইচ্ছা

দক্ষিণে পাতার মর্মর। স্নিগ্ধ দুই বাহু
কাছে টানে পরস্পব দুদণ্ডের মিলিত ইচ্ছায়
ভালবাসা যাকে বলি অন্য নামে তার,
বাগানে ক্রিসেন্থিমাম স্তব্ধ তার মুখশ্রী মায়ায়।

আমি তাকে কাছে ডাকি। ঈর্ষায় কাতর
নবীন যুবাটি জানি ধুরন্ধর ঈপ্সিত নায়ক
সংগোপনে আসে যায়। দিবসরজনীতে
গাছে গাছে ফুল ফোটে পাখি গায় দক্ষিণ সমীরে।

আমিই বা কী করতে পারি। প্রেম অন্ধ, তায়
যুবাটি বুঝলো না যে রমণীহৃদয় আলোছায়া
ভালবাসে, যাকে বলি অন্য নামে তার
মিশ্রিত উপমা সে যে চন্দ্রের কলঙ্কে।

পরাজিত প্রেমিকের স্বর্গ

আমি তার ভাষা জানি
আয়নাতে নিবদ্ধ দৃষ্টি প্রতিহত, আলোর সংসারে
ক্লান্ত তার শীর্ণ দেহ
বারংবার পরাজিত উচ্ছৃংখল যৌবনের কাছে।

এখন নিরস্ত্র সে
তূণে তার একটিও তীর নেই, লক্ষ্যভেদ তাই
ঘটবে না নিশ্চিত ভেবে

বসে আছে একলা ঘরে। অন্ধকার, আকাশের নীচে।
বন্ধু নেই, মগ্নতরী
ভাসাবে একদা জেনে স্বপ্নদূতী সম্বল করেই
নিরুত্তাপ দিনগুলি
গুণছে সে। গুণবে আরো লক্ষ তারা নির্জন সমুদ্রে।
জোনাকির মত ঢেউএ
অকালবসন্ত যবে ফের মুছবে প্রেমের উত্তাপ।

অয়নায় মুখের রেখা
ইদানিং সংকুচিত বর্ণনার অতীত উপমা।
কে ডাকবে তাকে ফের
আলোর সমীপে এসে যাকে নিয়ে আশ্চর্য রটনা,—
একতিল স্থান নেই
এত দীর্ঘ সংসারের সীমানার চতুর্দিক ঘিরে।
আমি তার ভাষা জানি
সমুদ্রের নিরবধি কালো যার মিশ্রিত ভূমিকা।
সম্প্রতি একটি শ্লেটে
নিজেরই প্রতিবিম্ব আঁকছে আঁকাবাঁকা অক্ষর সাজিয়ে।

কোন দুঃস্বপ্নের জাদুতে

সমস্ত রাত্রিকে নিয়ে একটিমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখেছি,
সে তোমার স্মৃতি। তোমার দীর্ঘ দেহ, চক্ষু ওষ্ঠ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে
আমার নিষ্ঠুর ঘুম। এবং তোমার যে উজ্জ্বল বাসনা
আকাঙ্ক্ষিত শিরায় স্নায়ুতে। রক্তে প্রবাহিত।
সমস্ত রাত্রি ধরে একটানা অখণ্ড স্মৃতির অবিরল
তোমার দেহের চক্ষু ওষ্ঠ কর্ণ সব মিলে এক সুঠাম শরীরী

কথা বলছে যেন। যেন সারারাত ধরে, সারারাত ধরে, সারারাত।
আমি মূঢ় বিবেকী বালক। কিছু বুঝতে পারছিনা। যেন এক
প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। স্তব্ধ। শীতল। ছায়া
গভীর প্রকাণ্ড। দুলছে, কাঁপছে অন্ধকারে প্রকাণ্ড বাড়ীটার।
কেউ নেই, কথা বলছেনা কেউ। ভয়ে চীৎকার করতে যাব
তোমার কি নাম ? মনে পড়ছে না। যেন আটকে যাচ্ছে
সব স্মৃতি সব নির্মম ইশারা। নাম
মনে পড়ছেনা। পড়ছেনা। যেন শুনতে পাচ্ছি দূরে প্রতিধ্বনি
তোমার নির্মল দেহ, চক্ষু ওষ্ঠ কর্ণ সব টি ।
এক শরীরী প্রতিমা।

প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে শুধু তুমি আছ। একমাত্র প্রহরী জানাল।
আমি বাইরে সিংহদরজায়। উঁচু কিন্তু স্নিগ্ধ এক প্রাচীর সম্মুখে
এখনো দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে থাকব, দাঁড়িয়ে থাকব, দাঁড়িয়ে····

এবং জানবো আমি, সম্ভবত নীচে
কোনদিন তুমি নামতে পারবেনা সিংহদ্বার দিয়ে।

পলাতক প্রেমিকের স্বীকারোক্তি

তখন তীব্র সূর্য ছিল মধ্যাহ্নগগনে
গংগার মাস্তুলে রোদ জলে চিকিমিকি
আমার হাতের মুঠো তোমার আংগুলে
শক্ত স্থির একখণ্ড মাংসের মত
উত্তেজনাহীন।

তোমার মুখের শিরায়
একটা শান্তির রেখা, অথচ দৃঢ়তা।

জানতে, ভবিষ্যৎ স্থির এবং আমাকে
তোমার একান্ত যা কিছু নিশ্চিত গোপন।
তোমার নিকট প্রেম জীবনসদৃশ
ততোধিক সত্য ভাবনা সুস্থ অঙ্গীকারে।

আমি চমকে চমকে উঠছি। বারবার মুখে
দেখছি তোমার একটি প্রত্যয়ের ছায়া
স্নিগ্ধ কিন্তু তীব্র অহংকার জুড়ে
উদ্ভাসিত। আমি অক্ষমতা দিয়ে ঢাকছি
নিজেরই ভীরুতা
এবং আশ্চর্য আরো
ক্রমশ নিজেকে আমি গুটিয়ে নেবার
সিদ্ধান্ত করছি। ভয়, যে-অনাস্বাদিত,
তাকাতে পারছিনা ওই স্থির দুটি আঁখি-
পল্লবের দিকে। এবং হাতের মুঠি
শ্লথ হতে হতে চাচ্ছে। স্বর্ণবলয়ের
কোমল আভার মত মানসিক বৃত্তে
ঘুরছি। ঘুরছি, আমি ভয়ের আকারে
আঁকছি তোমার মুখ। ভীরু বালকের
স্বভাবে ভয়ের চিহ্ন আমাকে জড়িয়ে।

আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সুস্থ, কেননা
তোমার প্রেমের ভীষণতা থেকে দূরে
বহুদূরে আমি আছি আপনার সংকীর্ণতা নিয়ে
আমিই সে মূঢ় বালক, পালিয়েছি দূরে।

যৌবনতরঙ্গ বন্ধ

সংরাগ

রূপালি বর্ণাঢ্য তার চিকণ শরীরে
গায়ে মাখল চাঁপা কলি, উৎসব সভায়
মালাতে ঢাকল বুক। দুরন্ত বয়েস
লজ্জায় লুকালো হাসি, সন্ধ্যা অস্তরাগ
আতপ্ত জ্বরের মত আবির ছড়ালো।

তাকে দেখি নিরাময় সুস্থ বয়সিনী,
দুই সংসারের বোঝা নামিয়ে বিকেলে
সূর্যাস্তের রঙ দেখে ; আপনার মত
আয়নাতে বাঁধে চুল, সুজাদেহ ভারে।

উপদ্রুত নষ্টনীড়ে গোপন প্রেমিক
দুহাতে সন্তানবতী রমণীকে ধরে
উল্লাসে প্রস্তাব করে, ভালবাসবে তবে !

কুমারী তখন তার অঙ্গবাস খুলে
ভাসায় নদীর জলে, দুষ্ট চাঁদ হাসে।

বিম্ববতী

আমাকে তুমি দেবে না সুখ
উচ্চারিত আশা
ব্যহত হবে জীবনভর
ক্লান্ত যাওয়া আসা

মিটবে এবার। তাহলে শোন
অন্যতম শর্ত
বিম্ববতী ঘরণী আমার
রূপসী অমর্ত্য।
তাকে আমার অপ্রয়োজন
সারা সকালবেলা
স্বপ্ন বুঝি জোনাকি ; তবু
অসমাপ্ত খেলা
খেলতে তার অমিত শখ,
সুখকে সুতরাং
সতত আমি রাখবো ধরে
অন্ধ নিরভিমান।

নাগরিক

আর কি জ্বলতে পারবো নিশিদিন অম্লান গৌরবে
জোনাকি যেমন তার অঙ্গবাস খুলে নিরবধি
দেখায় আপন রূপ ? অথবা প্রমত্ত নিশাচর
লুব্ধ আঁখি মেলে ধরে যৌবনের বিবর্ণ গহ্বরে ?
পরাজিত দেহ, নিত্য বাসনার আসঙ্গ নিয়তি।

চারিদিকে অন্ধকার ; দুচোখ যদ্দুর যায় কালো
মৃণ্ময় আসব পাত্রে রচিত বিদ্রুপ মরীচিকা,—
আমার ভাগ্যকে নিয়ে অপরাহ্নে নিখিলের আলো
খেলা করছে অবিরত, টলমল গোপন দীর্ঘিকা।

যৌবনতরঙ্গ বন্ধ

এক পাখী দুই তীর। মধ্যবর্তী সময়ের স্মৃতি
সুনিশ্চিত লক্ষ্যভেদে। পরন্তু আকাশ চিরতরে
নিমগ্ন থেকেছে ঘুমে, কোথায় বা চিত্রিত সাগর!

আমি ভ্রান্ত মুগ্ধ যুবা, জীবনের নিশান্ত অবধি
রূপকে অরূপ ভেবে দম্ভভরে হেসেছি সরবে।

একটি সংলাপ

কে টানছে প্রবল স্রোতে, স্বচ্ছতোয়া সুচারু দর্পণে
মুখ দেখবে বারংবার, মাছেদের নবীন সংসার
দুদণ্ডের রাজ্যপাট, অপর্যাপ্ত খুশীর আলোকে।

প্রেমিক তখন তার খুশি দিনগুলির স্মরণে
যুবতীকে অসংলগ্ন কটি কথা বললো গোপনে,
'একদিন তুমি আমি বিড়ম্বিত উজ্জ্বল প্রাসাদে
উৎসাহে, বিকল্প প্রেমে মুহ্যমান থেকেছি কেবলি।
স্বর্ণ দিয়ে কারুকার্য, সুগভীর দীর্ঘিকা, সোপান
রাজহংস গাঙচিল—সেই হর্ম্যদৃশ্যের ভিতরে
দুধারে আমলকি বন—
অকস্মাৎ সভয়ে যুবতী
জাপটে ধরলো ছেলেটিকে : 'বোলোনা প্রাক্তন কথা, না না
আমি আছি নষ্টনীড়ে, উৎসাহী উজ্জ্বল স্মৃতিটুকু
ভুলে থাকতে চাই সুস্থ বিবেকের নির্মম ইংগিতে ;
আমাকে উন্মনা করলে দূরতর উজ্জ্বল প্রাসাদ
নিরানন্দ অঙ্গীকারে ভস্ম হবে ; প্রগল্‌ভ ভয়
দুঃখের বিচিত্র হাসি হাসবে বহুল নির্মল প্রত্যয়ে

কাছে দেখবে গুহাচিত্র। না না আমি প্রাক্তন স্মৃতিতে
কখনো বিশ্বাসী নই।
এই বলে মেয়েটি চকিতে
তাকালো অস্পষ্ট দূরে ; ঘণ্টা বাজল নিকট মন্দিরে।
এবং অবাধ্য হাওয়া যূথচারী মাছের মতন
ঘিরে বসলো দুজনাকে। সামনে জল স্বচ্ছতোয়া নদী
নৌকার গলুই, পাশে দাঁড়, মাঝি সন্ধ্যায় প্রস্তুত
পাড়ি দেবে অন্য গাঙে।
ছেলেটি ভাবলো দিনক্ষণ
অপরাপ্ত স্মৃতি ভয় সামনে উন্মুখ জলপথ,—
কি করবে মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত, রমণীর বুক
স্নেহ শান্তি নিরাময় ঘরে ফিরলে দুদণ্ডের খুশি।
এ পারে নৌকার শব্দ, ছলছল একটানা স্বরে
দুষ্ট হাওয়া অস্থিরতা।
কি করবে কি হবে ভেবে তারা
নক্ষত্রের নীচে বসে নিরানন্দ মাটিকে দেখবে।
মেয়েটির দুই চোখে মেঘবর্ণ প্রাসাদের ছবি
এলেমেলো উচ্ছৃঙ্খল, ভয় স্মৃতি দুঃখ বা চেতনা
কাকে ফেলে কাকে রাখি এ সংশয়ে তখনো কুণ্ঠিত।

'তুমি তবে সুখী হাওয়া' অসংকোচে বললো ছেলেটি।
'আর তুমি দুঃখী জল' ছলছল শব্দের ভিতর
কয়েকটি ভীত শব্দ উচ্চারণ করলো মেয়েটি।

চিরকুণ্ডার পাহাড়তলীতে

ওপথে যাস্‌না রে মেয়ে।   ফিরে আয় আমার বাগানে
সৌখীন মরশুমী ফুলে ঢেকে দেব সারা অংগ তোর,
দুখানি দীর্ঘ বাহু ঘিরে রাখবে তোকে আলিংগনে
আর যা যা, ভালবাসলে সবি দেব প্রথামত তোকে।

তোর নগ্ন বুকের বসন, খোঁপা ভর্তি পলাশের লাল,
ইস্পাতের মতন শরীরে ঘন কৃষ্ণ মসৃণ উজ্জ্বল
লোভ ঘৃণা ভালোবাসা, আমাদের মত যুবকেরা
ঈষৎ নির্লিপ্ত রক্তে কিছুটা প্রাচুর্য আনতে পারে।

ঘর করলে শাড়ী দেব, গয়না যা যা অংগ ঢাকবে তোর,
সাজানো বাড়ীটাকে ঘিরে ময়না ডাকবে প্রহরে প্রহরে।
ওপথে যাস্‌না রে মেয়ে।   ফিরে আয় আমার বাগানে
ভালবাসতে নাই পারি, শরীরটাকে রাখবো যত্ন করে।

ব্যক্তিগত

না কান্না না দুঃখ না প্রেম
না ঘৃণার শরীরে
তুমি থাকো অন্তরালে
স্বর্ণপ্রতিম
ইচ্ছাগুলো টুকরো টুকরো
হাওয়ায় মিলিয়ে।

আমাকে ডাকছো কেন,
ইত্যবসরে
নিভলে দূরের আলো
আমি যেতে পারি
একা একা নদীপারে
ওপারে শ্যামল
স্নিগ্ধতা আকাশ ভরে।

না প্রেম না ঘৃণার
অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে
তুমি থাকবে ঘরে
নিভলে দূরের আলো
আমি যাব কাছে।

সকাল সন্ধ্যার কবিতা

আমার মাত্র একটি ঘর, আমার
চারিদিকের সংসারের ভীড়ে
যাবার সময় রইবে শুধু ঘৃণা
ফিরে যাবোনা আবার কোলাহলে
যদি না আসে নিপুণ অশরীরি
দীঘিজলে, ধবল কাকজ্যোৎস্নায়
প্রহরী কেউ আসবে আমার ঘরে।

আমার ঘরে আসবে রৌদ্র, চুরি
করে তোমার মুখ দেখবো যখন
দেউড়ি পারে ঈষৎ শ্যামলিমা,

তখন স্নিগ্ধ আলোর আলিম্পনায়
নীলিমা তার পোষাকে। তবু ভয়,
চিনি না যারে সে কি আমার প্রেম
নয় তো ঈর্ষা : জ্বলবো কাকে নিয়ে!

এপার ওপার দ্বীপ

কি সুখ কুড়ালে বন্ধু, নিদ্রিত গোপন
এপার ওপার দ্বীপ শ্যামল বর্ষায়
কি দুঃখ জানালে বন্ধু বিস্মৃত বিবেক
খেলা করে গরবিনী হৃদয়ে আমার।

সে কেমন অন্ধকার, যদি জানতেম
আমার সকল ইচ্ছা তোমার শরীরে,—
কি সুখ কুড়ালে বন্ধু, এমন গোপন
অভিসারে যাব আমি রজনী পোহালে।

কি দুঃখ জানালে বন্ধু, সময়ের জাদু
কাছে টানলে দুর্নিবার ভয় ইচ্ছা পাপ
আমাকে দুর্বল ঘরে নিয়ে যাবে ফের—
থাকবে শুধু অন্ধকার বুকের ভিতর।

আনন্দিত

আনন্দিত

কারা কারা হাসপাতালে শুয়ে আছে সমস্ত সকাল
হলুদ আকাশী নীল প্রজাপতি সৌখীন ডানায়
বিছানার চারপাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে নিয়ত। আত্মীয় স্বজন বন্ধু
এল একে একে, কমলানেবুর খোসা, চকোলেট,
খেলনার সাজ সরঞ্জামে
অপূর্ব সংসার জমে। গুঞ্জরণ, ঘরভর্তি বৃদ্ধ শিশু যুবারা সকলে
উৎসাহিত পাখী যেন।

ঘণ্টা বাজল, আলো জ্বলল ঘরে ঘরে ফের
নির্জন দ্বীপের মত, ঘরে বাইরে বিষণ্ণতা সাথী।
কারা কারা হাসপাতালে ছাড়া পেল? আত্মীয় বন্ধুর সাথে
চলে গেল গণ্ডীর বাইরে, অসুস্থতা পাপ ভেবে? একবার
তাকালে পেছনে
দেখতে পেত প্রজাপতি তখনো উড়ছে, ঘুরে ঘুরে বিছানার পাশে।
দুঃখ তার দুঃখ নয়, মৃত্যু তার গোপন প্রেমিক। দৃশ্য শুধু
অন্তরালে.

আনন্দিত ডানার সৌরভে, কয়েকটি প্রজাপতি, সুখী ভোরবেলা
স্বপ্ন ইচ্ছা দুঃখ স্মৃতি জীবনের ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়ে,
কিছু কিছু উজ্জ্বল অক্ষর বুক ভরে চিহ্ন রাখবে ছবি।

সূর্যাস্তের রঙ
(মায়া চৌধুরীর জন্য)

আজ কাল পরশু অথবা তারও পরে কোনদিন
সন্ধ্যেবেলা সূর্যাস্তের রঙ দেখে তুমি
বলবে আমাকে ; ছাখো, জীবনের গভীরতম মানে
নিহিত রয়েছে ওইখানে। অতঃপর আমরা বরং
সংসারের সুখে দুঃখে উতলা না হয়ে
জলের নির্ঝরে পাব অন্যতর গোপন সংবাদ।
আমি জানতুম, আমার অসুখ নিয়ে সবে মিলে
অনুকম্পা করো। তুমিও করছো, তাতে কি ?
দর্শনে কি বলে আর ইতিহাসে বিপ্লবে
যা এতকাল পড়েছি সে সবই অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু
ধুলিমুঠি। এবং তুমি তো জান
সামান্যীকরণে আমার অনীহা প্রবল।

শুয়ে শুয়ে একেশিয়ার রৌদ্র দেখছি। বাতাসে
লেবুর গন্ধ। একঝাঁক প্রজাপতি লতার আড়ালে
সুবর্ণপ্রতিম। দেখতে দেখতে দেখতে
আমি নিবিষ্ট, বিমূঢ় কোন নিষ্ঠুর আশ্রয়ে। আপাতত
অন্য অর্থ খুঁজতে চাইনা। তুমি
এবার বরং এসো।

আমাকে একলা এই জানালার পাশে
এই নম্র আলোর মরশুমে থাকতে দাও।
সূর্যাস্তের রঙে আমি রামধনু ছাড়া
অন্য কিছু দেখতে পাইনা।

সাদৃশ্য

আমি একটা লাল ফল বাগানে পেয়েছি
আর একটা নীল ফল, তারপর সবুজ
ভাবছি কোনটাকে রাখবো, কোনটার স্বাদ
তিক্ত হবে, মিষ্ট বা কষায়, ভাবছি বসে
বাগানের ঘাসে। দু-একটা ঘাসফড়িং
এদিক ওদিক যাচ্ছে। অবসন্ন শ্রান্ত
বিকেল বা সন্ধ্যার কাছাকাছি আমি।

দেখতে দেখতে দেখতে একটা টিয়া অকস্মাৎ
ডাকলো চিৎকার করে। কাছে ডাকলে আহা
হরিৎ হরিৎ বর্ণ। ফলগুলি তার
সতৃষ্ণ দৃষ্টির আভায় সুন্দর শোভন
লাল নীল এবং সবুজ ফলগুলি নিয়ে
টিয়ার চারপাশে এক নিভৃত অস্তিত্ব।

ভাবছিলাম কোনটিকে নেব। কিন্তু না, কেউ
আমার সঙ্গী নয়, ওরা স্ব স্ব স্থানে আছে।
তিনটি ফল একটি পাখি। যে যার মতন
খুশি থাকবে সঙ্গোপনে। অভিন্নহৃদয়।

যেমন ভাবছি

আমার নানাবিধ ভাবনার কথা ঘাসে গাছে কিম্বা
ফুলের অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছি। আপাতত
এই আমার অন্তিম ইচ্ছা।

যে যেমন ভাবছে আমার তাইতে একান্ত সংগোপন ভাবনা।

সুতরাং ঘাসে গাছে ফুলে কিম্বা যেসকল মৌমাছি
ঘোরাফেরা করে' যাবতীয় সংবাদ আনছে কানে কানে,
তাদের আমাকে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে :
আমার কাছে এসে বিরক্ত কোরোনা। আমার

নানাবিধ ভাবনার কথা তোমাদের অন্তরালে
লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছি। তোমরা সরে যাও সম্মুখ থেকে।
সরে যাও। বাম করতলে মুখ ঢেকে আমি
লুকিয়ে থাকবো যে কদিন আছি হে সংসারে।

ভয়াবহ অতীতের শব

জীবনানন্দের কথায় একদা আমারো ঠিক বিশ্বাস জন্মায়নি
ভাবিনি আমরা সকলে এক নিদারুণ যন্ত্রণায়
বাস করি। ভাবিনি যে অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
অন্য এক বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে খেলা করে।

কৈশোরে জীবনানন্দ পড়বার পর দীর্ঘ দীর্ঘ সময় গিয়েছে।

আনন্দিত

আজকাল মনে হচ্ছে জীবনানন্দ যা বলতে চেয়েছিলেন
তার চেয়েও নির্মম নির্মমতর কাহিনী রয়েছে।
এবং সম্প্রতিকালে এতাদৃশ ধারণা জন্মাচ্ছে,
মনুষ্যমাত্রই এক ভয়াবহ অতীতের শব
মুখ গুঁজে পড়ে থাকছে বছর বছর ধরে অচেতন হয়ে।
হয়তো বা মন্ত্রবলে কখনো জাগছে কিম্বা চোখ মেলছে ধীরে
অসহায় পশুর মত গোঙাচ্ছে শুধুমাত্র দুচার সেকেণ্ড।

তারপর পড়ে থাকছে একসঙ্গে পাশাপাশি তারা,
দুইটি কুকুর এবং কয়েকটি বিড়ালের শব
অন্ধকারে লেপ্‌টে আছে। দূরে কাছে ভৌতিক প্রলাপ
অনুভবে একমাত্র এ মুহূর্তে মনে হতে পারে।

লঘু কবিতাবলী

১. কে হে তুমি অর্বাচীন ডাকছ এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে
একটু একটু প্রহেলিকায় ভেঙ্গে চুরে সুচির বিন্যাস
কে হে তুমি মূঢ় ছোকরা নাম ধরে চিৎকার করছ
আমাকে ঘুমোতে দাও। দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গতে দাও ক্রমে।

২. আমি একটা সবুজ পাখি কালকে ধরেছি সন্ধ্যেবেলা
রাত্রিবেলা তাকে নিয়ে আদর করেছি। আমি আরেকটা
নীল পাখি আনতে বলেছি। তাকেও রাখবো একদিন কাছে
পরদিন সব জানালা খুলে দিয়ে অতীব প্রত্যূষে
দুটিকে একসঙ্গে দেবো আকাশের অস্তিমে ভাসিয়ে।

৩. কয়েকটি বাচাল যুবা নিরন্তর গাছে চড়তে চড়তে
ভেংচি কাটলো একসঙ্গে সুনির্মল আকাশের প্রতি।
নিম্নে তাকাতে গিয়ে একটা হলুদ ফুল চোখে পড়ল যেই
সংক্ষেপে সকলে মিলে ঈশ্বরের নামে কিছু শপথ জানালো

৪. আমাকে বিমলা নাম্নী মেয়েটি একবার
ভালোবাসতে চেয়েছিল ।
তাইতে কমলা নামে দ্বিতীয় মেয়েটি
একটা লাল পশমের সোয়েটার বুনে
পরবর্তী শীতকালে উপহার দিল ।

ক্রীড়নক

তুমি নিয়তির ফুল, চিত্রিত সুন্দর
সুরভিত শান্তির নির্মাণ :
কী দুর্বল দ্বিধা নিয়ে বাহির দুয়ারে
আমি ভীরু, একা, ম্রিয়মান !

আমি নিয়তির মালা। শুকোলে রাস্তায়
ছুড়ে ফেলে দিয়েছো, নিষ্ঠুর,

আমার চারদিক ঘিরে স্তব্ধতা বিরাজে
নিশিদিন অমিত অশ্রুর।

তুমি সুখী, স্থিরবৃন্তে উজ্জ্বল নায়িকা
আমি আর্ত, বিয়োগান্ত দৃশ্যের নায়ক ,—
অথচ বিধাতা জানে, আমরা উভয়ে
নিয়তির মূর্ত ক্রীড়নক।

চিরদিন
(অমিয় চক্রবর্তীর জন্য)

কে শুধালো জায়গা নেই, এইখানে অন্তিম শহর,
দূরে কাছে লোকালয়, নষ্টনীড়, আকাশকে ডাকি ;
প্রার্থিত যুবক কটি উর্ধনেত্র, শূন্যতায় লীন
কে গভীর অন্ধকারে তারা গুণবে, অযুত জোনাকি !

সমুদ্র নিতান্ত তুচ্ছ, অপার্থিব মুগ্ধ বনস্থলী,
সময়ের জাদুবলে গ্রাম বস্তি নিতান্ত অচেনা,—
মিছে তর্ক, প্রত্যাশিত কে ডাকবে কে শুনবে তার স্বর
আমরা সব কাছাকাছি ঘর বাঁধবো বলে বেঁচে আছি !

দুটো শব্দ, আর্তনাদ ঃ মানুষের ভাগ্য পরিহাস,—
বান্দুং য়ুনেস্‌কো স্বপ্ন একাকার মলিন অধ্যায় ;
গাছে গাছে ফুল ফুটবে, কাক ডাকবে তৃতীয় প্রহরে
আমি রব চিরকাল, বাঁশী বাজবে যমুনা পুলিনে ।

জন্মদিনে

অনেক জল, পদ্মপাতা, চাপা অন্ধকার
দুপুরে কামরাঙা আকাশ,
অথৈ সমুদ্র, হাওয়া
আমাকে ডাকে ।

একটা মাছি নীল পাতায় বসলে
জলে ছায়া নড়ে, বিকেল

মুগ্ধ হয়, করতলে
মুখ রাখি ; বুকে

নির্বাক চেতনার দেওয়াল
দুদণ্ড ভীড় করে, সময়ের
আসা-যাওয়ার সেতু
ভাঙ্গলে নিরাময়
ঘরে ফিরি। ঘর,

আমাকে নির্জনতা ভালবাসলে,
কাছে ডাকে। বন্ধুর
স্মৃতি, টুকরো চিঠি, ফটো
বুকে রাখি। দুঃখ

আমাকে ডাকে, ব্যথিত
সময়ের জল—পদ্মপাতায়
ভাসাবে বলে,—দুজনে
ভাসবো।

দুঃখ তার কোলের শিশু, মুখ ঢাকলো।

রবিঠাকুরের ছবি প্রথমবার দেখলে

শিল্পের পবিত্র মুখ সুডৌল সুস্থির,
যেন কোন কারিগর, (সুবর্ণ নায়িকা
যার স্বপ্ন, ইচ্ছা, স্মৃতি)—গড়েছে নিজের
দূরতর প্রতিবিম্ব : জল্লের গভীরে,

আকাশ যেমন তাকে ইশারা করলে
কাছে আসে, মগ্ন হয়, স্থির বিভাবরী।

কিন্তু তার ছবি অন্য ; জীবনে ভ্রূকুটি,
ব্যঙ্গ, কিম্বা তীব্র সুরা—অথবা বিকল্প
দর্পণে বীভৎস ছায়া, দূরতম স্মৃতি
যামিনীতে বিপর্যস্ত। নাভি, স্নায়ু, শিরা
নীল রক্তে স্নাত হবে, বিবসনা নারী
ভাববে যৌবন গেল, জ্বললে ঈর্ষাতে
মুখ দেখবে চন্দ্রালোকে। হাসি কিংবা গান-
ছবিতে বিবৃত হবে নির্বোধ কাহিনী !

ধ্বনি রঙ অক্ষরের রেখায়

তোমাকে উপলক্ষ্য করে একবার কয়েকটি কবিতা,
মনে পড়ছে, লিখেছিলাম। বসন্ত অথবা শীত
বছরের বিভিন্ন ঋতুতে পীতবর্ণ ধূসরতা।
অগোছালো আকাশকে দেখে তুমি বলেছ তখন
কবিতার সঙ্গে ছবি কী গভীর অর্থে আজো
পরস্পর মিলিত উপমা। আমি লিখেছিলাম তবু।

স্পষ্ট নয়, অন্ধকারও নয়। হৃদয়ের অসুখ যদি বা
সারে, যদি নাও সারে তুমি কি বুঝবে কেন শব্দ,
শব্দের ঘনিষ্ঠতর অর্থ, অর্থবহতায় স্নিগ্ধ।
মনে পড়ছে কবিতার শেষ ছত্রে এমনি ইঙ্গিত

ছিল। তুমি ভেবেছিলে আমি মিথ্যা কয়েকটি রঙে
অবশিষ্ট ছবিটা এঁকেছি। ভাবছি এখন তুমি ভ্রান্ত।

একবার দেখা হলে ভালো হোত। কেননা অপরিণত
বয়সে যা ভেবেছি তখন কিছু তার প্রথামত,
বাকীটা দুঃসাহসের। তোমাকে উপলক্ষ্য করেই
কিছু নতুন কবিতা লিখবো। ধ্বনি রঙ অক্ষরের রেখায়।

শিল্পপ্রত্যয় ১

দৃশ্যপট বদলাবে, নিয়তি নির্জনে হাসবে, তবু
বোলো তাকে সহজিয়া, সে যেন আপন
সৃষ্টিকে ভুলতে পারে। সৃষ্টি তার উজ্জ্বল দর্পণ।

শিল্পের অন্বিষ্টে তার সাধ, তবু দুহাতে নির্মম
মাটি ছেনে অর্থহীন প্রত্যয়ের ভীড়ে
নিজেকে গড়ছে সুখে। অনুভূতি নিরালম্ব। তার
যৌবনে প্রেমিক মুখ সুখী পারাবত।

তথাপি নির্মল দেহে অসংগতি ঘিরে
দিনরাত্রি ভরবে উল্লাসে। যদি নিপুণ পটুয়া
গড়ে তার ডৌল বিম্ব, সে দেখে' আপন
চরিত্রকে, আঁতকে উঠবে অজানিত ভয়ে

এবং মুখোশ খুলে তৎক্ষণাৎ ভাসাবে নদীতে।
দর্পণে দৃশ্যের হাত ফিরে পাবে অনেক সান্ত্বনা
নারী, প্রেম, গৃহ, শান্তি যদিও অন্ত না—
পটুয়া বিকল্প অর্থ আরোপিত করবে তার মুখে।

২

সুদূর সুন্দর আলো।   নতমুখে বিকল্প আভাষ
লজ্জা ঢাকবে অনুষংগ—নাম তার গোপন স্বভাব।
বিস্রস্ত বসন তার শিল্পগুণে নম্র নতমুখী
সে পেল প্রমত্ত ঈর্ষা, ঈর্ষা তার সহজ সঙ্গিনী।

সুদূর সুন্দর আলো।   শিল্পকে গড়বে সেই হাত
যে হাতে দুর্বল প্রেম পরাজিত যৌবনের তাপে ;
আকণ্ঠ জুড়াবে জ্বালা।   ঈর্ষাকে বন্ধুর মত ভেবে
রাত্রি কাটবে বন্ধ ঘরে।   দূরে থাকবে অনিকেত বিভা।

সুদূর সুন্দর আলো, একদিন ভুলবে তার ভয়
অনাত্মীয় অসংযমে শিল্প পাবে অমল আশ্রয়।

চড়ুই ও একটি পাগল

এখানে হলুদ মাটি চঞ্চল চড়ুই
সকালে ঝগড়া করে, বিকেলে আকাশ
কাছে ডাকলে উড়ে যায়, নীচে রাজ্যপাট
ভাঙ্গে গড়ে, সুখে দুঃখে সমান আশ্রয়।

কাছে ডাকলে ঘরে আসে, বাসা বাঁধে, খড়-
কুটো আর টুকিটাকি সযত্নে বিছোয়,
ভেবেছে আহা রে লোকটা দয়ালু প্রেমিক
সুখ শান্তি ঈর্ষা ঝগড়া সবে নির্বিকার।

ভালোবাসছে আহা সুখী চড়ুইকে নিয়ে,
নিজের সংসার গড়বে এইমত ভাবে
চড়ুই জানে না, মূর্খ। লোকটা পাগল।
পাখিকে ভেবেছে বন্ধু, নিজেকে প্রেমিক।

আনন্দভৈরবী ১

কী উজ্জ্বল পোকা দুটি, স্নিগ্ধ আল্পনা
রঙের বিচিত্র মিলে উৎসাহিত পাখি
আনন্দ আনন্দ গানে জাগে বিভাবরী
নিরঞ্জন অন্ধকারে উৎফুল্ল জোনাকি।

সকলি বিফলে গেল যৌবনের আর্তি
আনন্দ বেদনা ক্লান্তি দুই পারাবারে
মুখ ঢাকবে শরীরের সকল প্রত্যঙ্গ
আমি একা বসে থাকবো দীঘির কিনারে।

অথচ অজস্র আলো রঙ রূপ জিনে
যে-গৌরবে মহীয়ান, নারি, তুমি গেছ
নরকের অন্ধকারে, কীটদষ্ট ভ্রমে
নির্বচন সংসারের জুয়ায় হেরেছ

তার মৌল অবশিষ্ট। আমাকে নির্জন
ঘরের দেওয়াল জুড়ে স্তম্ভিত বিস্ময়
অন্ধকারে নিয়ে গেল। দুষ্ট জোনাকির
ম্রিয়মান আলো তার অদৃশ্য নিয়তি।

২

তুমি একলা বসে আছ ঘাটের কিনারে
সূর্যাস্ত মেঘের পাড়ে জটিল নক্সায়
আমি ঘরে প্রায় বন্দী, জ্বরের প্রলাপে
মুহ্যমান, রক্তরাঙা বিকল্প কৌতুকে।

ঝলমল করে সন্ধ্যা, রাত্রি নামবে ঘুমে
ইহকাল পরকাল স্বপ্ন দেখি তারে
রাজহংসীটিরে দেখো বিরল নায়িকা
সূর্যাস্ত দিয়েছে এঁকে লাল জয়টীকা।

আমি আঁকবো কার ছবি,—পরাজিত নারী
অথবা সৌখীন যুবা---কাকে বাসবো ভালো ?
কেন না উভয়ে মিলে গোধূলির শেষে
রূপ দেখছে মরা গাঙে, নগ্ন একেশিয়া!

তারা কিন্তু অপদার্থ, মৃত্যুর সারিতে
লিখিয়েছে নিজ নাম। জ্বরের প্রলাপে
আমি তাকে কাছে ডাকবো, শিয়রে বসবে
মনে হবে পৌর্ণমাসী উজ্জ্বলতা আনো।

স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে

বাগানে একটা বৃক্ষ আমার জানালায়
সমস্ত রাত্রি ধরে একটানা মূঢ়
হাওয়া দেয় হাওয়া দেয়। ফুল পাখি লতা
এবং হাজার চৈত্রের অবিবেকী সুর
বুকফাটা কান্না তোলে ঢেউএর সমীপে।
একটা বোকা দৈত্য যেন হাসছে শিয়রে—

বাগানে কয়েকটা বৃক্ষ আমার হৃদয়ে
অন্তহীন চিত্র আঁকছে। চিত্রীর স্বভাবে
ফুল পাখি লতা কিম্বা হাজার ফাল্গুনের
উন্মাদনা খেলা করে অবোধ সমীরে,
হায় রে নির্জন বৃক্ষে কার অভিশাপ!
একটা বোকা দৈত্য তবু হাসছে শিয়রে—

বাগানে সকল বৃক্ষ আমার চীৎকারে
জেগে উঠে দেখছে সবে দৈত্যটির দেহ
পড়ে আছে স্থির হয়ে—মুগ্ধ বালকটি
বৃক্ষকে আশ্রয় করে কাঁদছে অঝোরে।
অথচ সকল পাখি ফুল বৃক্ষ যেন
হাজার ফাল্গুনকে ঘিরে উৎফুল্ল হাসছে।

ফুল পাখি বৃক্ষের সমীপে

তাকে আমি খুঁজছি সারাবেলা
দেওয়ালের অন্ধকার কোণে
তাকে আমি ডাকছি অগোচরে
শালবন চৈত্রের বাগানে।

যদি সে আবার ফিরে আসে
আমার এই অপ্রশস্ত ঘরে
কোথায় থাকতে দেবো তাকে
ভাঙ্গা খাট, নোংরা বিছানাতে!

প্রাঙ্গণের শিরীষশাখায়
যতদূর কল্পনাবিলাসে
সেইখানে তাকে দেবো ঘর
ফুল পাখি বৃক্ষের সমীপে।